সংবাদ

10 MAY 2012

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ......

ইতিহাস বিকৃতি —

বাউবির সাবেক উপাচার্য এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

আদালত বার্তা পরিবেশক :

ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গতকাল ঢাকার মহানগর হাকিম কামরুন্নাহার রুমী গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলসহ শুনানির জন্য আগামী ১৪ জুন তারিখ ধার্য করেন।

মামলার বাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন

গ্রেফতারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৮

গ্রেফতারি : পরোয়ানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন। গতকাল শুনানিকালে মামলার অপর ৯ আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এম ফরিদ আহমেদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. রুহুল আমিন আকন্দ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন বিভাগের সাবেক পরিচালক এবং বর্তমানে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক ড. ফজলে আলী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের সাবেক ডিন অধ্যাপক আনছারুজ্জামান, বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির বিবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান ড. আরশেদ আলী মাতুব্বর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আবদুর রাহীম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক প্রভাষক মো. কামাল উদ্দিন এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মো. কুতুব উদ্দিন।

আরজিতে বলা হয়, বাদী এবং ২ নম্বর সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন প্রণীত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্র ২০০০ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আসামিরা পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালনের সময় একে অন্যের যোগসাজশে মূল বইয়ে তাদের নাম ব্যবহার করেন ও পাণ্ডুলিপির বিকৃতি সাধন করেন। এ সময় ওই বইয়ে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অধ্যায়ের স্বাধীনতার ঘোষণাসহ মূল পাণ্ডুলিপির পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিন্ন তথ্য সংযোজন করেন। গত ৪ মার্চ হারুন-অর-রশিদ ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে এ মামলা দায়ের করেন। সমন পেয়ে আদালতের ধার্য তারিখে আদালতে হাজির না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এ পরোয়ানা জারি করেন আদালত।